সম্প্রসারণ বার্তা

মাসিক সম্প্রসারণ বার্তা রেজি: নং ডিএ-৪৬২ ❑ ৪৩তম বর্ষ ❑ দশম সংখ্যা ❑ মাঘ-১৪২৬ ❑ পৃষ্ঠা ৮

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সিনক্রোনাইজ ২ | ফসলের জাত সম্প্রসারণের আগে ৩ | কৃষিকে লাভজনক করতে প্রয়োজন ৪ | কুমিল্লায় কৃষি বিষয়ক আঞ্চলিক ৫ | মেহেরপুরে মুজিববর্ষ উদযাপন ৬

বারিতে বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যাল উদ্বোধন

কৃষিবিদ মোহাম্মদ গোলাম মাওলা, কৃতসা, ঢাকা

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যাল উদ্বোধন করছেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বারি) চত্বরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৃষ্টিনন্দন মুর‍্যাল উদ্বোধন করেন মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মো. আব্দুর রাজ্জাক, এমপি। ২৭ জানুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ সচিবালয় থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই মুর‍্যালের উদ্বোধন করেন তিনি। এ সময় কৃষিমন্ত্রী দেশের কৃষি খাতে বঙ্গবন্ধুর অবদান স্মরণ করতে গিয়ে বলেন, দেশে কৃষি গবেষণা কার্যক্রম জোরদার করতে বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সালে প্রেসিডেন্সিয়াল অর্ডিন্যান্স নং ৩২ নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করেন। তারই ধারাবাহিকতায় ঢাকার ফার্মগেটে কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলোর একটি অভিভাবক

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

সাতক্ষীরা বিনায় প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনাব সনৎ কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়

শেখ ফজলুল হক মনি, কৃতসা, খুলনা

বাংলাদেশ পরামাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)র উদ্যোগে সাতক্ষীরার বিনেরপোতায় বিনা উপকেন্দ্র ট্রেনিং কমপ্লেক্সে 'সাতক্ষীরা, খুলনা ও বাগেরহাট জেলায় বিনা উদ্ভাবিত প্রযুক্তি সমূহের সম্প্রসারণ ও ভবিষ্যৎ করণীয়' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালা ১৮ জানুয়ারী ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিনা মহাপরিচালক ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ) সনৎ কুমার সাহা। এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

লালমনিরহাটে নিরাপদ সবজি গ্রামের চাষিদের সাথে মহাপরিচালকের মতবিনিময়

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত কৃষিবিদ ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, মহাপরিচালক, ডিএই

সেখ জিয়াউর রহমান, কৃতসা, রংপুর

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর লালমনিরহাট সদর এর আয়োজনে ১২ জানুয়ারি ২০২০ কাটেয়াটেপা মোগলহাট লালমনিরহাট স্থানে নিরাপদ সবজি গ্রামের চাষিদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা এর মহাপরিচালক কৃষিবিদ ড. মোঃ আবদুল মুঈদ।

প্রধান অতিথি বলেন, আমরা দানাদার খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু আমরা প্রতি নিয়ত আমরা যা খাচ্ছি তা বিষে ভরা। যার কারনে আমাদের শরীরে বিভিন্ন ধরনের রোগ দেখা যাচ্ছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৩ কলাম ১

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সিন্‌ক্রোনাইজ ফার্মিং বাস্তবায়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, মহাপরিচালক, ডিএই

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ বিতরণ

মোঃ খোরশেদ আলম, কৃতসা চট্টগ্রাম

এআইসিসি কেন্দ্রে কৃষক প্রতিনিধির কাছে 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' বইখানি হস্তান্তর করছেন ডিএই, চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ আলতাফ হোসেন

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষ্যে সরকার ২০২০ সালকে মুজিববর্ষ হিসেবে ঘোষনা করেছে। ইতিমধ্যেই মুজিববর্ষ উদযাপনের লক্ষ্যে সরকারের সকল দপ্তর ও সংস্থাসমূহ বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহন ও বাস্তবায়নের কাজ শুরু করেছে। মুজিববর্ষ উদযাপনের সাথে কৃষক সংগঠনকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে ১৩ জানুয়ারি ২০২০ চট্টগ্রামের আগ্রাবাদস্থ খামারবাড়ি চত্বরে কৃষি তথ্য সার্ভিস, চট্টগ্রাম কার্যালয় কর্তৃক আয়োজিত কৃষক প্রশিক্ষণে চট্টগ্রাম জেলার পাঁচটি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের নিকট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আত্মজীবনী মূলক গ্রন্থ "অসমাপ্ত আত্মজীবনী" হস্তান্তর করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ আলতাফ হোসেন মহোদয়ের নিকট হতে কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের কৃষক প্রতিনিধিরা স্ব-স্ব ক্লাবের পক্ষে বইটি গ্রহন করেন। যে সব কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রের নিকট বইটি হস্তান্তর করা হয় সেগুলো হল রাউজানের পূর্ব নোয়াজিষপুর এআইসিসি, মীরসরাইয়ের দক্ষিণ তালবাড়িয়া এআইসিসি, সীতাকুন্ডের কলাবাড়িয়া এআইসিসি, চন্দনাইশের দক্ষিণ জোয়ারা হারালা এআইসিসি, এবং রাঙ্গুনিয়ার নজরের টিলা এআইসিসি।

পৌষ ১৪২৬ সংখ্যার বাকী অংশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে ১৯৯৬-২০০১ এবং ২০০৯-২০১৮ সময়ের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় গত এক বছরে

লাভজনক ও বাণিজ্যিকীকরণের অগ্রযাত্রায় কৃষি

৯. ফসলের উন্নত ও প্রতিকূলতা সহিষ্ণু জাত উদ্ভাবনে অভুতপূর্ণ সাফল্য এসেছে। ২০১৮-১৯ সনে অবমুক্তকৃত উদ্ভাবিত জাত ১২টি, উদ্ভাবিত প্রযুক্তি ৯৫টি এবং নিবন্ধিত জাত ২৬টি;

১০. গম ও ভুট্টার গবেষণা সম্প্রসারণের জন্য সরকার ২০১৮ সালে গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। গমের ১টি জাত উদ্ভাবন, গম ও ভুট্টার ৪৫০০টি জার্মপ্লাজম সংগ্রহ এবং রোগবালাই ব্যবস্থাপনার উপর ১টি প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়েছে;

১১. বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ৫৩ লাখ ৫৪ হাজার ৮০২ নারিকেল, তাল, খেজুর ও সুপারি চারা বিতরণ ও রোপণ করা হয়েছে। মাল্টা, রামবুতান, ড্রাগন প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের অপ্রচলিত ও বিদেশি ফল চাষে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত রয়েছে;

১২. ২০২৮-২৯ সনে সম্প্রসারিত সেচ এলাকা ২২৮৪০ হেক্টর। সরবরাহ সেচ যন্ত্র ৫৪৭টি এবং স্থাপিত সোলার প্যানেলযুক্ত সেচযন্ত্র ৯৫টি। ৪৮০টি সেচ কাঠামো, ৫৮১ কিলোমিটার খাল-নালা খনন/পুনঃখনন, ৬৮২ কিলোমিটার ভু-গর্ভস্থ (বারিড পাইপ) সেচনালা এবং ৮ কিলোমিটার ভু-উপরিস্থ সেচনালা, ২৪ কিলোমিটার গাইড/ফসল রক্ষাবাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। ক্ষুদ্র সেচ ব্যবস্থার আওতায় সৌরবিদ্যুৎ প্রযুক্তি ব্যবহার করে সুপেয় পানির ব্যবস্থাকরণ ও সেচ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১০০টি পাতকুয়া (Dugwell) স্থাপন করা হয়েছে;

১৩. কৃষি যান্ত্রিকীকরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে দেশের হাওর ও দক্ষিণাঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় কৃষকের জন্য ৭০% এবং অন্যান্য এলাকার জন্য ৫০% হারে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ে ভর্তুকি প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৩২২ কোটি ৮০ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এজন্য নতুন প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। জাতীয় কৃষি যান্ত্রিকীকরণ নীতিমালা ২০১৯ চূড়ান্ত করা হয়েছে, যাতে বিনা সুদে কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ঋণের ব্যবস্থা থাকবে। তাছাড়া কৃষি যান্ত্রিকীকরণ সংহত করার লক্ষ্যে Synchronized Farming চালু করা হয়েছে;

১৪. ডিজিটাল কৃষি তথা 'ই-কৃষি' প্রবর্তনের ধারা জোরদার করা হয়েছে। দেশে মোট ৪৯৯টি কৃষি তথ্য যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি), কৃষি কল সেন্টার ১৬১২৩, ইউটিউব, কৃষি তথ্য বাতায়ন, কৃষক বন্ধু ফোন -৩৩৩১, ই-বুক, অনলাইন সার সুপারিশ, ই-সেচ সেবা, কৃষকের জানালা, কৃষকের ডিজিটাল ঠিকানা, কমিউনিটি রেডিওসহ বিভিন্ন মোবাইল এবং ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন ও সফটওয়্যার ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে বীজতুল্য বিক্রয়ে ই-সেবা, পোকা দমনে পরিবেশবান্ধব ইয়েলো স্টিকি ট্র্যাপ ব্যবহার, নগর কৃষি, ডিজিটাল কৃষি ক্যালেণ্ডার বাছাই করে দেশব্যাপী ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হয়েছে;

১৫. সময়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ১৯৯৯, ২০১৩ এবং সর্বশেষ ২০১৮ সালে জাতীয় কৃষিনীতি প্রণয়ন করেছে। জাতীয় কৃষি সম্প্রসারণ নীতি ২০১৯ চূড়ান্তকরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এ ছাড়া ক্ষুদ্রসেচ নীতিমালা, জৈব কৃষিনীতি প্রণয়নসহ কৃষি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যকরি ও সময়োপযোগী আইন প্রণয়ন করেছে;

১৬. কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি নীতিমালা ২০১৯ প্রণীত হয়েছে, যার মাধ্যমে কৃষিতে অবদানের জন্য ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি সংহত/সম্প্রসারিত হবে।

ভিশন ২০২১, নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮, এসডিজি ২০৩০, ভিশন ২০৪১ ও ডেল্টাপ্লান ২১০০ বাস্তবায়নে বর্তমান সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হলেই কৃষিসহ সকল ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বাস্তব রূপ

ফসলের জাত সম্প্রসারণের আগে ফসলটির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হবে

মোঃ খোরশেদ আলম, কৃতসা, চট্টগ্রাম

কর্মশালায় বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব সনৎ কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব, সম্প্রসারণ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয়

যে ফসল চাষ করে কৃষক লাভবান হবেন সেই ফসলের আবাদ সম্প্রসারণ করতে হবে। কোন এলাকায় নতুন কোন ফসল বা ফসলের জাত সম্প্রসারণের আগে সে এলাকায় ফসলটির বাণিজ্যিক সম্ভাবনা খতিয়ে দেখতে হবে। ২৬ জানুয়ারি ২০২০ ফেণী সদর উপজেলা পরিষদ অডিটরিয়ামে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চল কর্তৃক ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমের উপর আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি জনাব সনৎ কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব, সম্প্রসারণ উইং, কৃষি মন্ত্রণালয় এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, আমাদের জমির পরিমান দিন দিন কমে আসছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে তাল মিলিয়ে খাদ্য চাহিদা মেটানোর জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য উৎপাদন আমাদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। কৃষির মাধ্যমে কৃষক যেন লাভবান হতে পারে তা নিশ্চিত করার কথাও সকলকে ভাবতে হবে। যে কোন পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় এ বিষয়গুলো মাথায় রেখে পরিকল্পনা প্রণায়নের জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কার্যালয়ের উপপরিচালক কৃষিবিদ মোঃ নাছির উদ্দিন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণ কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ চন্ডিদাস কুন্ডু, পরিচালক, সরেজমিন উইং, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খামারবাড়ি, ঢাকা।

কর্মশালার শুরুতেই বিভিন্ন জেলার পক্ষ থেকে রাজস্ব অর্থায়নে স্থাপনযোগ্য কার্যক্রমের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয় এবং এ বিষয়ে প্রাণবন্ত আলোচনার মাধ্যমে কর্ম পরিকল্পনা সংশোধন ও গৃহীত হয়। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি, কিষান-কিষানি প্রমুখ অংশগ্রহন করেন।

লালমনিরহাটে নিরাপদ সবজি গ্রামের চাষিদের সাথে

প্রথম পাতার পর

তাই আমাদের দানাদার খাদ্যের পাশাপাশি বিষমুক্ত সবজি উৎপাদন করতে হবে। কৃষক ভাই ও বোনদের এ ব্যাপারে উৎসাহিত করতে হবে। এ জন্য প্রতি উপজেলায় একটি গ্রাম নিরাপদ সবজির গ্রাম হিসেবে তৈরি করতে হবে। এখান থেকে দেখে এ কাজ সমস্ত দেশে ছড়িয়ে যাবে।

বিশেষ অতিথি মোহাম্মদ আলী বলেন, রংপুর অঞ্চল খাদ্য উদ্বৃত্ত একটি অঞ্চল। তাই এখন নিরাপদ খাদ্য তৈরির দিকে আমাদের মনোযোগ দিতে হবে।

ডিএই রংপুর অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মোহাম্মাদ আলী এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। দিনাজপুর অঞ্চল, দিনাজপুর অতিরিক্ত পরিচালক আব্দুল ওয়াজেদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, লালমনিরহাট এর উপপরিচালক কৃষিবিদ বিধু ভূষণ রায়, হটিকালচার সেন্টার বুড়িরহাট রংপুরের উপপরিচালক মাউদুদুল ইসলাম প্রমুখ।

নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য জাত পরীক্ষণ শীর্ষক প্রশিক্ষণ

মোছা. উম্মে হাবিবা, কৃতসা, সিলেট

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি কৃষিবিদ আব্দুর রাজ্জাক, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি,

বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সীর উদ্যেগে কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, সিলেট অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের কার্যালয়ের হলরুমে ১৪ -১৬ জানুয়ারি ২০২০ পর্যন্ত তিন দিনব্যাপী কর্মকর্তা প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ আব্দুর রাজ্জাক, পরিচালক, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি, গাজীপুর।

তিনি বলেন, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সির কার্যাক্রম দেশ ব্যাপী তুলে ধরতে হবে। এই জন্য জনগণকে সচেতন করতে হবে।

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সাতক্ষীরা বিনায় প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও ভবিষ্যৎ করণীয় শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

প্রথম পাতার পর

তিনি বলেন, গবেষণার মাধ্যমে উদ্ভাবিত বিভিন্ন জাত ও প্রযুক্তি কৃষক গ্রহণ করছে। বিশেষকরে বিনা উদ্ভাবিত জাত ও প্রযুক্তি আরও দ্রুত কৃষকের মাঝে নিতে পারি সে বিষয়ে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। স্ট্রেস প্রবণ এ অঞ্চলে ক্লাইমেট চেঞ্জ এর যে ঝুঁকি রয়েছে তা গবেষণার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করতে পারলে এ অঞ্চলের কৃষিকে আরো টেকসই করা যাবে। নতুন জাত ও প্রযুক্তি সম্প্রসারণ করতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সকল প্রতিষ্ঠানকে সমন্বিতভাবে উদ্যোগ গ্রহন করা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরকে আরো অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। সচিব এ ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ের দক্ষ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিশেষ পুরস্কৃত করার ঘোষণা দেন।

তিনি আরো বলেন, কৃষিকে লাভজনক করতে হলে কৃষি যান্ত্রিকীকরণ অবশ্যই করতে হবে। এখন আর গতানুগতিক কৃষি কাজ করা যাবে না, সঠিক পরিকল্পনা নিয়ে কৃষির সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে কৃষিকাজকে লাভজনকভাবে এগিয়ে নিতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন, কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (গবেষণা) কমলারঞ্জন দাশ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ কাজী আব্দুল মান্নান ও প্রকল্প পরিচালক, ড. মোঃ শহীদুল ইসলাম সিসিটিএফ, বিনা, ময়মনসিংহ। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের সহযোগিতায় ও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (বিসিসিটিএফ)'র অর্থায়নে কর্মশালায় স্বাগত বক্তব্য ও মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন, বিনা উপকেন্দ্র সাতক্ষীরার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোঃ আলা-আরাফাত তপু।

দিনব্যাপী এ কর্মশালায় খুলনা, বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ এআইএস খুলনা, ব্রি, বারি, এসআরডিআই, বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি ও বিএডিসি'র কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

কৃষিকে লাভজনক করতে প্রয়োজন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার

নাহিদ বিন রফিক, কৃতসা, বরিশাল

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব মো. আফতাব উদ্দিন, অতিরিক্ত পরিচালক ডিএই, বরিশাল

কৃষিকে লাভজনক করতে প্রয়োজন আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার। আর সেগুলো চাষির দোরগোড়ায় পৌঁছানোর দায়িত্ব আমাদের। সবাই মিলে কাজ করলে অবশ্যই উৎপাদন বাড়বে কাঙ্ক্ষিত পর্যায়। কৃষক হবে সম্পদশালী। দেশ হবে সমৃদ্ধ। ২০ জানুয়ারি ২০২০ বরিশালের খামারবাড়িস্থ ডিএই সম্মেলনকক্ষে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তির ওপর দুইদিনব্যাপী প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের (ডিএই) অতিরিক্ত পরিচালক মো. আফতাব উদ্দিন এসব কথা বলেন।

কৃষি তথ্য সার্ভিস আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ শক্তিশালীকরণ প্রকল্প আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডিএই বরিশালের উপপরিচালক হরিদাস শিকারী। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি ছিলেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মুহাম্মদ সামসুল আলম এবং ডিএই আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপপরিচালক মো. তাওফিকুল আলম।

কৃষি তথ্য সার্ভিসের কর্মকর্তা নাহিদ বিন রফিকের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানের অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড. মো. আলিমুর রহমান, আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার মো. শাহাদাত হোসেন, মুলাদীর উপজেলা কৃষি অফিসার মো. রেজাউল হাসান, পিরোজপুর সদরের কৃষি সম্প্রসারণ অফিসার রিপন চন্দ্র ভদ্র প্রমুখ। প্রশিক্ষণে বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, বরগুনা, পিরোজপুর এবং ভোলার বিভিন্ন পর্যায়ের ২৫ জন কৃষি কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন।

কৃষি গবেষণা বিভাগ শেরপুর বারি সরিষা চাষে বাজিমাত করেছে

ইউসুফ আলী মণ্ডল নকলা, শেরপুর প্রতিনিধি

বারি সরিষা-১৭ এর আবাদি জমি

কৃষি গবেষণা বিভাগ শেরপুর বারি সয়িষা চাষে বাজিমাত করেছে। ঐ এলাকায় চাষিদের মাধম্যে ১শত বিঘা জমিতে এবার বারি সয়িষা ১৪ ও বারি সয়িষা ১৭ জাতের সয়িষা আবাদ করা হয়েছে। এবার কৃষকরা আগের চেয়ে অনেক ভালো ফলনের আশা করছেন। এদিকে সরিষা আবাদ এর পাশাপাশি ডাল, মটর সুটি, আলুও আবাদ বৃদ্ধি করেছেন। কৃষি গবেষণা শেরপুর সয়িষা আবাদ করেছেন ১শত বিঘা যার উৎপাদিত ফসল হিসেবে ২৬ মেট্রিকটন ফসল হতে পারে যার বিক্রিত মূল্য ১০ লাখ টাকা হতে পারে। আলু উৎপাদন করা হয়েছে ৬ হেক্টর জমি ফসল হিসেবে আসবে ৫০ লাখ টাকার ফসল। ডাল চাষ করা হয়েছে ১ হেক্টর জমি যার ফসল হিসেবে আসবে ১ লাখ ৫০ হাজার টাকা, মটর সুটি ৩ হেক্টর জমি উৎপাদিত হবে ৩লাখ টাকা ফসল। সরেজমিন গবেষণা বিভাগ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট শেরপুর ২ অঞ্চলে এবার ১ম ফসল আবাদ করে বাজিমাত ঘটিয়েছে। এসকল প্রকল্পে অর্থ যোগান দিয়ে সহায়তা করছেন বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট শেরপুরএর প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ডক্টর সামছুর রহমান ও সিনিয়র বৈজ্ঞানিক কর্মকতা ডক্টর আসাদুজ্জামান।

অত্যাধুনিক প্রযুক্তি সিন্‌ক্রোনাইজ ফার্মিং বাস্তবায়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা গ্রহণ

২য় পাতার পর

বর্তমান সরকার কৃষকের উন্নয়নের বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে কৃষি কাজে যান্ত্রিকীকরণ বাস্তবায়নের জন্য সিন্‌ক্রোনাইজ ফার্মিং এর মত অত্যাধুনিক প্রযুক্তি বাস্তবায়নের বিভিন্ন পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন।কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর বাস্তবায়নে এবং বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সহযোগীতায় ২৫ জানুয়ারি ২০২০ চান্দিনা এতবারপুর ব্লকে সিন্‌ক্রোনাইজ ফার্মিং (সমকালীন চাষাবাদ) এর আওতায় রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে বোরো ধানের চারা রোপণ কার্যক্রম ২০১৯-২০২০ নিয়ে কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি কৃষিবিদ ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, মহাপরিচালক, ডিএই, খামারবাড়ি এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছে। সে স্রোত ধারায় বাংলাদেশও কৃষি ক্ষেত্রে বহুগুনে এগিয়েছে। বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। প্রতি বছরই বিভিন্নভাবে ফসলী জমি হ্রাস পাচ্ছে। আবার শ্রমিক সংকটের কারনে কৃষকের উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পাচ্ছে। কৃষি ক্ষেত্রে যান্ত্রিক প্রযুক্তি বাস্তবায়ন হলে যে কোন ফসল উৎপাদন করে দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানী করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে কৃষিবিদ সুরজিৎ চন্দ্র দত্ত, উপপরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কৃষিবিদ মো. আলী আহাম্মদ, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চল; ড. মোহাম্মদ হোসেন, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট, কুমিল্লা প্রমুখ।

কুমিল্লায় কৃষি বিষয়ক আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি সনৎ কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ অনুবিভাগ) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই), কুমিল্লা অঞ্চলের আয়োজনে, ২০১৯-২০অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের অর্থায়নে, ০১ জানুয়ারি ২০২০ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট এর সভা কক্ষে, আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি উপস্থিত ছিলেন সনৎ কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ অনুবিভাগ) কৃষি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

তিনি বলেন, গতানুগতিক কৃষি কার্যক্রমথেকে বেরিয়ে আমাদেরকে আধুনিক প্রযুক্তির কৃষি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। কৃষি বান্ধব সরকারের আন্তরিক প্রচেস্টায় খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তার লক্ষ্যে এবং কৃষকের উৎপাদিত ফসল শতভাগ লাভজনক করার লক্ষ্যে, সমলয়ের অথবা সমতালের প্রযুক্তি কৃষকের মাঠে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর সুফল দেশের সকল জনগন ভোগ করতে পারবে।

কৃষিবিদ আলী আহাম্মদ, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা অঞ্চল সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন- চন্ডী দাস কুন্ডু, পরিচালক, সরেজমিন উইং, ডিএই, ঢাকা; ড. মো. ওবায়দুল্লাহ কায়ছার, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, বারি, কুমিল্লা; কৃষিবিদ সুরজিৎ চন্দ্র দত্ত, উপপরিচালক, ডিএই, কুমিল্লা।

প্রশিক্ষণ কর্মশালায় কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও চাঁদপুর জেলার আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা, উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা, কৃষকগণ অংশগ্রহণ করেন। বিগত বছরের কার্যক্রম থেকে অভিজ্ঞতা নিয়ে লাভজনক কৃষি কাজের সিদ্ধান্ত নিয়ে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে, সামনে এগিয়ে যাওয়ার প্রত্যয়ে কৃষি উৎপাদন বাস্তবায়ন করা এ প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্দেশ্য।

নওগাঁ জেলা কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা

নওগাঁ জেলা কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভা ২২ জানুয়ারী ২০২০ কৃষি প্রশিক্ষণ সেন্টার নওগাঁয় জেলা কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কমিটির সভাপতি ও নওগাঁ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ জনাব মো: সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

কমিটির সদস্যদের পরিচিতি পর্ব শেষে মুল বক্তব্য উপস্থাপন করেন নওগাঁ জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ পরিচালক (পিপি) কৃষিবিদ জনাব মো: মাহাবুবার রহমান। তিনি পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে নওগাঁ জেলার রবি ও খরিপ-১ মৌসুমের জন্য গৃহীত কার্যক্রম তুলে ধরেন। রবি ও খরিপ-১ মৌসুমে চাষকৃত বোরো ধান রোপন, সবজি চাষ, সরিষা চাষ, ডাল, তেল ফসল চাষ ও ভূট্টা চাষের কথা উল্লেখ করেন। তিনি এসকল ফসল সফল ভাবে উৎপাদনের জন্য গৃহিত পদক্ষেপগুলোর মধ্যে রয়েছে আধুনিক জাত নির্বাচন, আউশ ধান চাষ, ডাল ও তেল ফসল চাষ, সুষম মাত্রায় সার প্রয়োগ, সমন্বিত বালাই ব্যবস্থাপনা, কৃষক প্রশিক্ষন, সেচ ব্যবস্থাপনা, আদর্শ বীজতলা তৈরী, এডব্লিউডি প্রযুক্তি ব্যবহার ও বাদামী গাছফড়িং দমনে কৃষক সচেতনতা বৃদ্ধির মত কার্যক্রমের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন এবং ব্যস্থবায়নের জন্য কমিটির সদস্যদের সহযোগিতা কামনা করেন।

সভায় উপস্থিত কৃষি মন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার প্রতিনিধি নিজ সংস্থার কার্যক্রম তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যানগণ ও কৃষক প্রতিনিথি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মো: দেলোয়ার হোসেন, কৃতসা, রাজশাহী

সভায় উপস্থিত ছিলেন জনাব মো. সিরাজুল ইসলাম, উপপরিচালক, ডিএই, নওগাঁ

কৃষকদের সকল উপকরণ সহায়তা একসাথে এবং সময়মতো দিতে

শেষের পাতার পর

ফেরোমন ফাঁদ, ট্রাইকো কম্পোস্ট, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি কৃষি প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যায়ের প্রান্তিক কৃষকদের মাঝে সম্প্রসারণ করতে হবে। তিনি কৃষকদের উৎপাদিত পন্যের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ এবং কৃষকদের সংগঠিত করার ব্যাপারে গুরুত্ব আরোপ করেন।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ মো. ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর খামারবাড়ি ঢাকার সরেজমিন উইং এর পরিচালক কৃষিবিদ চন্ডী দাস কুন্ডু, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক কৃষিবিদ আলতাফ হোসেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান পার্বত্য জেলার উপ পরিচালক যথাক্রমে কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা, কৃষিবিদ মোঃ মর্তুজ আলী এবং কৃষিবিদ ড. এ কে এম নাজমুল হক এবং পাহাড়ী কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, খাগড়াছড়ির মূখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা কৃষিবিদ ড. মুন্সী রাশীদ আহমদ।

কারিগরী পর্বে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলার চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে রাজস্ব খাতের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রদর্শণীর কার্যক্রম এবং ২০২০-২১ অর্থবছরে বাস্তবায়নযোগ্য কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধিগণ পাওয়ার পয়েন্টে উপস্থাপনা করেন। কর্মশালায় কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রাঙ্গামাটি অঞ্চলের বিভিন্ন দপ্তরের এবং নার্সভুক্ত দপ্তর সমূহের কর্মকর্তাগণ, সম্প্রসারণকর্মীগণ, কৃষক, জনপ্রতিনিধি এবং মিডিয়াকর্মীগণ উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুরে মুজিববর্ষ উদযাপন উপলক্ষ্যে আনন্দ শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্বর ও মুজিবনগর স্মৃতি কমপ্লেক্সে সাড়ম্বরে মুজিববর্ষ পালনের উদ্দেশ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও ক্ষণগণনা অনুষ্ঠান ১০ জানুয়ারি ২০২০ উদ্বোধন করা হয়। মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবিদ ড. আখতারুজ্জামান এর উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী (মুজিববর্ষ) উদযাপন উপলক্ষ্যে ও ক্ষণগণনা উদ্বোধনীর পূর্বে যোগদানের নিমিত্তে জেলা ও উপজেলা দপ্তরে কর্মরত সকল সহকর্মীদেরকে নিয়ে আনন্দ শোভাযাত্রায় ক্ষণ গণনার উদ্বোধনস্থল মেহেরপুর জেলা প্রশাসন চত্বরে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, পাবনা

কুমিল্লায় উচ্চফলনশীল বিনাসরিষা-৪ এর মাঠ দিবস

মো. মহসিন মিজি, কৃতসা, কুমিল্লা

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, মহাপরিচালক, বিনা

তেল একটি উচ্চ পুষ্টিসম্মত খাবার। তেল ছাড়া কোনো রান্নাই করা যেন অসম্ভব। তাছাড়া তেল খাবারের স্বাদ ও মান বাড়িয়ে দেয়। ভিনদেশ থেকে আমদানিকৃত তেলের ভিড়ে পরিবেশবান্ধব সরিষার তেল হারিয়ে যেতে বসেছে। নিজের দেশে নিজের জমিতে সরিষা চাষ করে নিকটস্থ বাজারের ঘানিতে তেল সংগ্রহ করে খেলে অনেক অজানা রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এ বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা উদ্ভাবন করেছেন উচ্চ ফলনশীল বিনাসরিষা-৪ জাতটি। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা কেন্দ্র, কুমিল্লা এর আয়োজনে, হাওর, চর, দক্ষিণাঞ্চল ও বরেন্দ্র এলাকার উপযোগী ফসলের জাত ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং অভিযোজন কর্মসূচি এর অর্থায়নে, ৩১ জানুয়ারি ২০২০ বুড়িচং এদবারপুর ব্লকে, উপসহকারী কৃষি অফিসার, সুলতানা ইয়াছমিন এর পরামর্শে, বিনা উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল বিনাসরিষা-৪ এর প্রচার ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবস পালন করা হয়।

মাঠ দিবসে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. বীরেশ কুমার গোস্বামী, মহাপরিচালক, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)। কৃষিবিদ মোসা. সিফাতে রাব্বানা খানম, ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বিনা উপকেন্দ্র, কুমিল্লা সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথির হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষিবিদ ড. মো. সিদ্দিকুর রহমান, প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, ক্রপফিজিওলজি বিভাগ, বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা)।

রাঙ্গামাটিতে উন্নত পদ্ধতিতে আদা চাষের বিষয়ে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার কাউখালী উপজেলার ঘাগরা ইউনিয়নের জুনুমাছড়া গ্রামে কৃষক পর্যায়ে উন্নতমানের ডাল, তেল ও মসলা বীজ উৎপাদন সংরক্ষণ ও বিতরণ (৩য় পর্যায়) প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত আদা ফসলের মাঠ দিবস ও আলোচনা সভা ২১ জানুয়ারি ২০২০ অনুষ্ঠিত হয়। কাউখালী উপজেলা কৃষি অফিসের উদ্যোগে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি জেলার উপপরিচালক কৃষিবিদ পবন কুমার চাকমা। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর রাঙ্গামাটি জেলার অতিরিক্ত উপপরিচালক (উদ্যান) কৃষিবিদ কাজী শফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত উপপরিচালক (শস্য কৃষিবিদ এম, এম, শাহ্ নেয়াজ, অতিরিক্ত উপপরিচালক (পিপি) কৃষিবিদ মো: আল মামুন এবং আঞ্চলিক কৃষি তথ্য অফিসার কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রী। মাঠ দিবসে উপস্থিত সকলে প্রথমে আধুনিক পদ্ধতিতে চাষকৃত আদা ক্ষেত সরেজমিনে পরিদর্শণ করেন এবং ফলনের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। আলোচনা অনুষ্ঠানে প্রদর্শণী আদা কৃষক পাহাড়ের ঢালে আধুনিক পদ্ধতিতে আদা চাষে তার ব্যবহৃত প্রযুক্তিসমূহ এবং অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

টাঙ্গাইলে কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবস

শেষের পাতার পর

ট্রান্সপ্লান্টারের মাধ্যমে বোরো ধানের চারা রোপণ কার্যক্রম ২০১৯-২০২০ এর "কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবস" অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন।

মাননীয় মন্ত্রী বলেন; প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভালোবেসে দেশবাসি কোন ভূল করেনি, আপনাদের ভালেবাসার প্রতিদান সামাজিক অর্থনৈতিক বিদ্যুৎ সব খাতেই উন্নতি করেছে। বাংলাদেশকে একটি শান্তির দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কৃষি উৎপাদন খরচ কমানোর লক্ষ্যে একাধিকবার সারের মুল্য হ্রাস করেছেন, কৃষিতে যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন খরচ যেমন অনেকাংশে কমে যায়, একই সাথে ফসলের নিবিড়তা ৫-২২ ভাগ বেড়েছে। ফসল উৎপাদনের ও কর্তনপূর্ব, কর্তনকালীন ও কর্তনোত্তর সময়ে ফসলের ক্ষতি হয়।

বাংলাদেশে কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ক্ষেত্রে বিপুল সম্ভাবনা উল্লেখ করে কৃষিমন্ত্রী বলেন, কৃষি যন্ত্র ক্রয়ে অঞ্চল ভেদে ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ পর্যন্ত প্রণোদনা দিয়ে থাকে কৃষকবন্ধু দেশরত্ন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকার। কৃষি যান্ত্রিকীকরণের মাধ্যমে দানা শস্যের উৎপাদন আরও বৃদ্ধির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। উন্নত কৃষি যান্ত্রিকীকরণ প্রযুক্তি প্রয়োগে শস্য উৎপাদনের কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রাপ্ত সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ফসল কর্তনোত্তর ক্ষতি কমানোর মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, যান্ত্রিকীকরণের বহুবিধ সুবিধাদির ফলে কৃষক দিন দিন কৃষিযন্ত্রের প্রতি ঝুঁকে পড়ছে। কৃষিযন্ত্র ব্যবহারে কৃষকদের ফসল উৎপাদন ব্যয় হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে একটা ফসল থেকে আর একটা ফসল লাগানোর মধ্যবর্তী সময় কমে যাওয়ায় কৃষকরা বছরে এখন ২টা ফসলের স্থানে ৩টা ফসল অনায়াসেই করতে পারছে। এমনকি সুনির্দিষ্ট শস্য বিন্যাস ও স্বল্প জীবনকালের ফসল নির্বাচন করে যন্ত্র ব্যবহারের মাধ্যমে বছরে ৪টি ফসল পর্যন্ত করা সম্ভব হচ্ছে।

কৃষি সচিব মোঃ নাসিরুজ্জামান এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন তথ্য প্রতিমন্ত্রী ডাঃ মুরাদ হাসান, বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মোঃ শাহজাহান কবীর, বাংলাদেশ কৃষিগবেষণা ইনস্টিটিউট এর মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ আবদুল মুঈদ। আরও উপস্থিত ছিলেন উপজেলার চেয়ারম্যানবৃন্দ, পৌর মেয়রবৃন্দ এবং আওয়ামী লীগ এর নের্তৃবৃন্দ। পরে মন্ত্রী মেশিনের সাহায্যে ধান রোপণ উদ্বোধন করেন।

নিম্ন উৎপাদনশীল ধানের জাত প্রত্যাহারের জন্য

৩য় পাতার পর

বীজ প্রত্যয়ন করা জরুরী। খোলা বাজারে নিম্নমানের বীজ বিক্রি বন্ধ করতে হবে।

তিনি আরও বলেন আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত ধানের অনেক জাত প্রচলিত আছে। তাই বর্তমানে নতুন যে জাতগুলো বেড়িয়াছে যেগুলো উচ্চফলনশীল এবং বিশেষ গুণ সমৃদ্ধ যেমন জিংক, আয়রন আছে এবং বিভিন্ন রোগবালাই ও পোকামাকড় সহনশীল সেই জাতগুলোকে কৃষক পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে এবং এগুলোর চাষাবাদ বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলেই দেশের সকল জনগণের খাদ্য চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত দেশের বাহিরে রপ্তানি করা সম্ভব।

অনুষ্ঠানে কৃষিবিদ শ্রী নিবাস দেবনাথ, অতিরিক্ত পরিচালক, ডিএই, সিলেট অঞ্চল, এর সভাপতিত্বে প্রশিক্ষনের মূল বিষয় ও কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্য উল্লেখ করে বক্তব্য রাখেন কর্মসূচী পরিচালক, কৃষিবিদ জনাব রওশন আরা বীজ প্রত্যয়ন এজেন্সি এর উপপরিচালক ড. জাকির হোসেন প্রমুখ।

পাবনায় উদযাপন হলো জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস

''সবাই মিলে হাত মেলাই, নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত চাই'' এই প্রতিপাদ্য পাবনার জেলা প্রশাসন এর অয়োজনে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২০ উপলক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ০২ ফ্রেরুয়ারি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) শাহেদ পারভেজ এর সভাপতিত্বে অলোচনা সভায় পাবনার জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক মো.ইকবাল বাহার চৌধুরী স্বাগত বক্তব্যে জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস এর গুরুত্ব ও উদ্দেশ্য তুলে ধরেন। আলোচনার পূর্বে জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ে এসে শেষ হয়। মো. জুলফিকার আলী, কৃতসা, পাবনা

বারিতে বঙ্গবন্ধুর মুর‍্যাল উদ্বোধন করেন

প্রথম পাতার পর

প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল (বিএআরসি) প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন। অথচ ওই স্থানে একটি পাঁচ তারকা হোটেল স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ওই সময়ে বঙ্গবন্ধু শুধু সবুজ বিপ্লবের ডাক দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, তিনি দেশবাসীকে কৃষি কাজে উদ্বুদ্ধ করেন। ফলে ক্ষুধা দুর্ভিক্ষের দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বাংলাদেশ আজ সমৃদ্ধির পথে।

তিনি বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ২২ লাখ কৃষক পরিবারকে পুনবার্সন করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। বিনামূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে কৃষকদের বীজ, সার কীটনাশক দিয়েছিলেন। শিক্ষিত যুবকদের গ্রামে ফিরে গিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি কাজ করার প্রেরণা দিয়েছিলেন। দেশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন যাতে এক ইঞ্চি মাটিও অনাবাদি না থাকে। বঙ্গবন্ধুই সর্বপ্রথম গ্রামের দরিদ্র বৃদ্ধ মানুষের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রথা চালু করেছিলেন। কৃষকদের ন্যায্যমূল্য নিশ্চিত করতে ধান, পাট, আখসহ কৃষিপণ্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন।

কৃষিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর আগ্রহেই গাজীপুরে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হয়। যে প্রতিষ্ঠান এ পর্যন্ত ৫৫৮টি উচ্চফলনশীল জাত উদ্ভাবন এবং ৫৩১টি ফসল উৎপাদনে প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি এসডিজি-২ এর ৫টি লক্ষ্য অর্জনে ইতোমধ্যে ৬৫টি প্রকল্প চিহ্নিত করেছে। এই কর্মসূচীগুলো বাস্তবায়ন করতে পারলে দেশের আপামর জনসাধারণের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হবে এবং ২০২১ সালের মধ্যে দেশ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা অর্জনে সহায়ক হবে।

ভিডিও কনফারেন্সের আয়োজন করা হয় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে। একই সঙ্গে গাজীপুরের বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট চত্বরেও এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট চত্বরের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালক ড. আবুল কালাম আযাদ। এ সময় দেশের প্রবীণ কৃষিবিজ্ঞানী ও এমিরিটাস সায়েন্টিস্ট ড. কাজী এম বদরুদ্দোজা, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদফতরের সাবেক মহাপরিচালক ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের এপিএ বিশেষজ্ঞ পুলের সদস্য মো. হামিদুর রহমানসহ কৃষিবিজ্ঞানীরা উপস্থিত ছিলেন। ঢাকায় ডিডিও কনফারেন্স সভা পরিচালনা করেন কৃষি সচিব মো. নাসিরুজ্জামান। এ সময় মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সম্প্রসারণ বার্তা

৪৩তম বর্ষ ❑ দশম সংখ্যা
❑ মাঘ-১৪২৬ বঙ্গাব্দ; জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

টাঙ্গাইলে কৃষক সমাবেশ ও মাঠ দিবস অনুষ্ঠানে মাননীয় কৃষিমন্ত্রী

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন, জনসংযোগ কর্মকর্তা, কৃষিমন্ত্রীর দপ্তর

অনুষ্ঠানে রক্তব্যরত প্রধান অতিথি মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এমপি, কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষি প্রযুক্তি কৃষি সেক্টরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর মধ্যে কৃষি যন্ত্রপাতি তথা কৃষি যান্ত্রিকীকরণ অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি। দেশের জনসংখ্যার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কৃষি সেক্টরের যেমন চাপ বাড়ছে, তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে খাদ্য শস্য উৎপাদন, সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে এই সেক্টরের গুরুত্ব। নানা সমস্যা ও সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বে ও কৃষি যান্ত্রিকীকরণের ফলে দেশের শস্য উৎপাদন বিগত ২৫ বছরে প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি অর্জন সম্ভব হয়েছে। এছাড়া কৃষি উৎপাদন খরচ কমাতে প্রণোদনাসহ নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। আগামী ৩ থেকে ৪ বছরের মধ্যে শতভাগ ধান বপন ও কাটা মেশিন দ্বারা করা হবে। আমরা ভালো মেশিন নিয়ে আসবো। ১৩ জানুয়ারি ২০২০ মাননীয় কৃষিমন্ত্রী ড. মোঃ আব্দুর রাজ্জাক জেলার ধনবাড়ী উপজেলার মুশুদ্দি, ভাইঘর গ্রামে সিনক্রোনাইজড ফার্মিং এর জন্য পরীক্ষামূলকভাবে রাইস ট্রান্সপ্লান্টারের

এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ফুলপুরে কৃষকদের সাথে ডিএই মহাপরিচালক এর মতবিনিময় সভা

সৌরভ চন্দ্র বড়ুয়া, কৃতসা, ময়মনসিংহ

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি ড. মোঃ আবদুল মুঈদ, মহাপরিচালক, ডিএই

ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুর উপজেলার সিংহেশ্বর ব্লকে উচ্চমূল্য ফসল (তরমুজ) উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষে ন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল টেকনোলজি প্রোগ্রাম- ফেজ -১১। প্রজেক্ট এর সিআইজি ও ফলোআপ কৃষকদের সাথে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। ডিএই ময়মনসিংহ অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক মো: আসাদুল্লাহ এর সভাপতিত্বে উক্ত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর মহাপরিচালক ড: মোঃ আবদুল মুঈদ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ধান ফসলের পাশাপাশি স্বল্পজীবন কালীন সূর্যমুখী পেঁয়াজ, সরিষা সহ অন্যান্য ফসলের আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে। তিনি আরও বলেন এখানে যে তরমুজ চাষ হয়েছে তা একটি উন্নত প্রযুক্তি। এটি পরীক্ষা মূলক ভাবে ফুলপুর চাষ করা হচ্ছে। যদি লাভজনক হয় তবে ভবিষ্যতে সরকারী ভাবে এর আবাদ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা হবে। উক্ত মতবিনিময় সভায় কৃষিমন্ত্রণালয়ের দপ্তর/সংস্থার কর্মচারী, কিষান-কিষানি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

কৃষকদের সকল উপকরণ সহায়তা একসাথে এবং সময়মতো দিতে হবে

কৃষিবিদ প্রসেনজিৎ মিস্ত্রি, কৃতসা, রাঙ্গামাটি

অনুষ্ঠানে বক্তব্যরত প্রধান অতিথি জনাব সনৎ কুমার সাহা, অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ), কৃষি মন্ত্রণালয়

কৃষকদের সকল উপকরণ সহায়তা একসাথে এবং সময়মত দিতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, রাঙ্গামাটি অঞ্চলের আয়োজনে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাজস্ব খাতের অর্থায়নে বাস্তবায়িত কার্যক্রমের বিষয়ে দিনব্যাপী আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা হর্টিকালচার সেন্টার ২৫ জানুয়ারি ২০২০ বালাঘাটা বান্দরবানের সভা কক্ষে প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সম্প্রসারণ অনুবিভাগ) সনৎ কুমার সাহা এসব কথা বলেন।

তিনি আরো বলেন, দেশের সমতল এলাকার চেয়ে পাহাড়ী অঞ্চলের কৃষির অনেক পার্থক্য ও প্রতিকূলতা রয়েছে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে প্রদর্শনী বাস্তবায়নে এ এলাকার উপযোগী এবং লাভজনক ফসল ও জাতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। মাঠ ফসল চাষে বিভিন্ন সমস্যা এবং ঝুঁকি থাকায় সম্ভাবনাময় উদ্যান ফসল, মসলা ফসল, আখ ইত্যাদির আবাদ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। সম্ভাবনাময় নতুন ফসলের পাশাপাশি সোলার লাইট ট্রাপ, ফলের ব্যাগিং,

এরপর পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

সম্পাদক : কৃষিবিদ ফেরদৌসী বেগম
কৃষি তথ্য সার্ভিসের অফসেট প্রেসে মুদ্রিত ও প্রেস ম্যানেজার (অ.দা.) শিল্পী মেজবাহ উদ্দিন আহমেদ কর্তৃক প্রকাশিত, গ্রাফিক ডিজাইন : মনোয়ারা খাতুন
ফোন : ০২৫৫০২৮৪০৪. ফ্যাক্স : ৯১১৬৭৬৮ ইমেইল : dirais@ais.gov.bd, editor@ais.gov.bd ওয়েবসাইট : www.ais.gov.bd